সমকাল

তারিখ 26 JAN 2015
পৃষ্ঠা ২ কলাম ৫

ছেলেকে মারধরের অভিযোগ

বগুড়ায় প্রধান শিক্ষকের বিরুদ্ধে জজের জিডি

■ বগুড়া ব্যুরো

ছেলেকে মারধরের অভিযোগে বগুড়া জেলা সিনিয়র জজ এ টি এম মেজবাহুদৌল্লা বগুড়া জিলা স্কুলের প্রধান শিক্ষক রমজান আলীর বিরুদ্ধে সদর থানায় জিডি করেছেন। সোমবার রাতে জিডি করার পর পুলিশ বিষয়টি নিয়ে তদন্তে নেমেছে।

জিডিতে বলা হয়, বিচারক এ বি এম মেজবাহুদৌল্লার ছেলে আবদুল্লাহ আহম্মেদ রিফাত জিলা স্কুলে দশম শ্রেণীর ছাত্র থাকাকালে গত বছরের ৯ জুন প্রধান শিক্ষক কাঠের রোলার দিয়ে তাকে মারধর করেন। গত বছর ঘনঘন হরতাল চলাকালে স্কুল কর্তৃপক্ষ স্কুলের প্রধান গেট বন্ধ করে রাখে এবং ক্লাস অনিয়মিতভাবে চালায়। ওই সময় রিফাত স্কুলে গিয়ে গেট বন্ধ দেখে গেট থেকেই ফিরে যায়। একপর্যায়ে প্রধান শিক্ষক ছেলের স্কুলে অনুপস্থিতির কথা টেলিফোনে অভিভাবককে জানান এবং সশরীরে ওই বিচারক ও তার স্ত্রীকে স্কুলে আসতে বলা হয়। তারা স্কুলে যাওয়ার পর তাঁদের সামনেও প্রধান শিক্ষক তাদের সন্তানকে মারধর করেন। ছেলের ওপর নির্যাতন ও মারধরের কারণে স্কুল থেকে ট্রান্সফার সার্টিফিকেট (টিসি) নিয়ে ওই বিচারক ছেলেকে তিনি তার বাড়ি রাজশাহীতে নিয়ে যান। সেখানে রাজশাহী কোর্ট একাডেমি স্কুলে ভর্তি করে দেন। ছেলে এবার ওই স্কুল থেকে এসএসসি পাস করার পর কলেজে ভর্তি হয়।

ঘটনার দীর্ঘ এক বছর পর জিডি করার বিষয়ে তিনি জিডিতে ব্যাখ্যা দেন, আগে অভিযোগ করলে ছেলের লেখাপড়ায় বিঘ্ন ঘটার আশঙ্কায় তিনি জিডি করতে বিলম্ব করেন।

জিডি সম্পর্কে জানতে চাইলে জিলা স্কুলের প্রধান শিক্ষক রমজান আলী মারধরের কথা অস্বীকার করে বলেন, ব্যক্তিগত কারণে বিচারক আমার ওপর ক্ষুব্ধ হয়ে জিডি করেছেন। জিডির তদন্তকারী কর্মকর্তা সদর থানার এসআই ফজলে এলাহী বলেন, বিষয়টি তদন্ত করা হচ্ছে।